রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**বুধবার, জুলাই ২০, ২০২২**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**সুরক্ষা সেবা বিভাগ**
**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**মাদক-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২২ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

**এস.আর.ও নং ২৪৫-আইন/২০২২।**—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ), ধারা ২৬ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) '**আইন**' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন);

(খ) '**আটক**' অর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো মাদকদ্রব্য বা বস্তু হেফাজতে গ্রহণ;

(গ) **'আলামতখানা বা মালখানা'** অর্থ আটককৃত কোনো বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থান;


**মূল্য** : টাকা ২৪.০০

(ঘ) **'আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার'** অর্থ আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার;

(ঙ) **'ধ্বংস'** অর্থ বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তুর ব্যবহারিক উপযোগিতা, গুণাগুণ এবং আকার, আকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি বিনষ্টকরণ;

(চ) **'নমুনা'** অর্থ আটক বা জব্দকৃত কোনো বস্তুর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থা, উপযোগিতা ও গুণাগুণ প্রমাণে সক্ষম এইরূপ কোনো প্রকৃতি ও পরিচিতি নির্ধারক অংশবিশেষ;

(ছ) **'পচনশীল'** অর্থ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিযোজিত (Decomposed) বা বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যায় বা সংরক্ষণের অনুপযোগী হয় এইরূপ বস্তু;

(জ) **'ফরম'** অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(ঝ) **'বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২২) এ উল্লিখিত কোনো বস্তু;

(ঞ) **'ব্যক্তি'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৬) এ উল্লিখিত ব্যক্তি;

(ট) **'সংরক্ষণ'** অর্থ আটককৃত কোনো বস্তু আটকের সময় হইতে উহার নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আটককারী অফিসার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা এবং সতর্কতার সহিত উহার ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাস; এবং

(ঠ) **'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ'** অর্থ আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ব্যতীত মাদকদ্রব্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা এবং উহাদের অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তাগণ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর আটকের পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা মাদক সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক এইরূপ যে কোনো বস্তু আটক বা জব্দ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো বস্তু আটক বা জব্দ করিবার পর, আইনের ধারা ২৫ এর বিধান অনুযায়ী, আটককারী অফিসার অনতিবিলম্বে তাহার উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট ফরম-২ অনুযায়ী প্রতিবেদন আকারে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো বস্তু আটক করিবার পর, আটককারী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যূন ২ (দুই) জন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ফরম-১ অনুযায়ী একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জব্দ তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির ঘর-বাড়ী, ভূমি, বাহন, স্থাপনা তল্লাশি করা হইয়াছে বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও দখল হইতে কোনো দ্রব্য বা বস্তু আটক করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে জব্দ তালিকার একটি অনুলিপি তাহাকে প্রদান করা যাইবে।

(৫) যদি গঠনগত বা প্রকৃতিগত কারণে আটককৃত বস্তু, যথা: ভূমি, ঘর-বাড়ি, ভবনাদি, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, ব্যাংক হিসাব, শেয়ার এবং আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) এ উল্লিখিত বাহন, ইত্যাদি স্থানান্তর করিয়া হেফাজতে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, আটককারী অফিসার, ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যূন ২ (দুই) জন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ফরম-৩ অনুযায়ী লেবেল সহযোগে উক্ত বস্তু সীলগালাপূর্বক আবদ্ধ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন সীলগালা করিবার পর আটককৃত বস্তুর মালিক বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও দখলাধীন স্থান তল্লাশি করিয়া উক্তরূপ বস্তু আটক করা হইয়াছে তাহাকে বা তাহাদিগকে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকায় উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণপূর্বক উহার একটি অনুলিপি আটককৃত বস্তুর মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদান করা যাইবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আটককৃত বস্তু ঘটনাস্থল হইতে স্থানান্তর করিবার সময় যাহাতে উক্ত বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত, বিকৃত বা তছরূপ না হয় সেই বিষয়ে আটককারী অফিসার প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আটককৃত বস্তু যদি ক্ষয়িষ্ণু, পচনশীল, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং বহন, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের অনুপযোগী হয় তাহা হইলে আটককারী অফিসার, আইনের ধারা ২৮ ও ২৯ এর বিধান অনুসরণে এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন আটককৃত বস্তুর জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া উক্ত বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আটককৃত বস্তুর পরিচিতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে আটককারী অফিসার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং ফরম-৩ অনুযায়ী লেবেল দ্বারা সীলগালা করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যূন ২ (দুই) জন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

৪। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর নমুনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ২৫ ও ২৯ এবং বিধি ৩ এর বিধান অনুযায়ী কোনো বস্তু আটক বা জব্দ করা হইলে ফরম-৩ অনুযায়ী সীলগালা করার পূর্বে উক্ত বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) আটক বা জব্দকৃত বস্তুর প্রকৃত সংখ্যা ও পরিমাণ, আকার, আকৃতি, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ বর্ণনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদনের জন্য বস্তুসমূহের স্থির চিত্র বা ভিডিও চিত্র গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) সাধারণভাবে পানি ও বায়ুরোধক প্যাকেটে, কাঁচের বা প্লাস্টিকের বোতলে বা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং সীলগালা করা সহজ এইরূপ আধারে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) সাধারণভাবে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমপক্ষে ১০০ (একশত) মিলিলিটার এবং কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমপক্ষে ১০ (দশ) মিলিগ্রাম পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ক্ষেত্রবিশেষে আটককৃত বস্তুর সবটুকুই রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে উহা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) আটক বা জব্দকৃত বস্তু যদি কোনো সীলকৃত শিশি বা বোতল বা এ্যাম্পুল বা এই জাতীয় দ্রব্য হয় তাহা হইলে উক্ত সীলকৃত শিশি বা বোতল বা এ্যাম্পুলকে অক্ষত অবস্থায় নমুনা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে একইভাবে সীলকৃত বা এ্যাম্পুলজাত একই ব্যাচের একাধিক শিশি বা বোতল বা এ্যাম্পুলের যে কোনো একটি সমগ্র ব্যাচের প্রতিনিধিত্বকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন গৃহীত নমুনা যথাসম্ভব পানি ও বায়ুরোধক প্যাকেটে ফরম-৩ অনুযায়ী লেবেল সহকারে এইরূপে সীলগালা করিতে হইবে যাহাতে উক্ত প্যাকেট খুলিতে বা ভাঙ্গিতে গেলে লেবেল এবং সীল নষ্ট হইয়া যায়।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন নমুনা সীলগালা করিবার সময় সম্ভব হইলে বিশেষ নিরাপত্তা চিহ্ন ও পরিচিতিমূলক ক্রমিক নম্বর সংবলিত সীল ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহা অবশ্যই আটককারী অফিসারের ঊর্ধ্বতন অফিসার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তৃক দাপ্তরিকভাবে সরবরাহকৃত হইতে হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) ও (৭) এর অধীন সীলকৃত নমুনা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৯) কোনো আটক বা জব্দকৃত বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনা গ্রহণের পর পুনরায় কোনো রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য উহার নমুনা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্তরূপ নমুনা গ্রহণ করা যাইবে না।

৫। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য বা আটক বা জব্দকৃত সকল বস্তু সম্পর্কে আটক বা জব্দের পর যথাশীঘ্র সম্ভব এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে অবহিত করিতে হইবে এবং মামলার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল হইবার পূর্ব পর্যন্ত আটক বা জব্দকৃত বস্তু সংশ্লিষ্ট আলামতখানা বা মালখানায় রাখিতে হইবে।

(২) আটক বা জব্দকৃত কোনো বস্তু, আটকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার, তদন্তকারী অফিসার, মামলা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, জিম্মাদার বা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেহ বহন, ধারণ বা সংরক্ষণ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান কর্তৃক প্রতিটি আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বে উপ-পরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ১ (এক) জন অফিসারকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।

**ব্যাখ্যা**।—ইউনিট প্রধান বলিতে আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাসমূহের অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের প্রধানকে বুঝাইবে।

(৪) আটক ও জব্দকৃত বস্তু যদি দাহ্য, বিস্ফোরণযোগ্য এবং বিষাক্ত প্রকৃতির হয় তবে উক্ত বস্তুকে অবশ্যই পৃথকভাবে বিশেষ নিরাপত্তা সহকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) আলামতখানা বা মালখানায় সংরক্ষণের সময় উহার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার কর্তৃক প্রত্যেক আটক বা জব্দকৃত বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম ও প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও বিভাজন করিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) আটক বা জব্দকৃত বস্তু ফরম-৩ অনুযায়ী লেবেল দ্বারা সীলগালা করা হইলে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের নির্দেশনা ব্যতীত উহার সীল ভাঙ্গা, খোলা বা সীলগালাকৃত বস্তু হইতে কোনো কিছু বাহির করা যাইবে না।

(৭) আটক বা জব্দকৃত বস্তু যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সনাক্তকরণের জন্য উহার পরিচিতিমূলক বর্ণনা, পরিমাণ, সংখ্যা ও অবস্থা সংবলিত ফরম-৩ অনুযায়ী লেবেল ও সনাক্তকরণ চিহ্ন উহাতে সংযোজনপূর্বক যথাযথভাবে সীলগালা করিয়া রাখিতে হইবে।

(৮) মাদকদ্রব্যের সহিত জব্দকৃত মূল্যবান কোনো বস্তু বা নগদ অর্থের বিষয়ে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় লাইসেন্সধারী বা মাদকদ্রব্যের পারমিটধারী ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো বস্তু আটক করা হইলে এবং বস্তুটি তাৎক্ষণিক বহন বা স্থানান্তরের অযোগ্য হইলে, উক্ত বস্তু সম্পর্কে ফরম-৮ অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদনে যথাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধকরণপূর্বক উহা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সীলগালা করিতে হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন আটক ও সীলগালাকৃত বস্তু ফরম-৪ অনুযায়ী একটি মুচলেকা সম্পাদনপূর্বক লাইসেন্সধারী বা পারমিটধারী ব্যক্তির জিম্মায় রাখা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আটক ও সীলগালাকৃত বস্তু চাহিবামাত্র হাজির করিতে হইবে এবং উহার কোনোরূপ ক্ষয়ক্ষতি, তছরূপ, হস্তান্তর বা পরিবর্তন করা হইবে না।

(১১) উপ-বিধি (৯) এর অধীন আটককারী অফিসারকে অবশ্যই তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার এবং যে ক্ষেত্রে আটক ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হইবে সেই ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে এইরূপ আটক বা জব্দকৃত বস্তুর জিম্মায় রাখা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১০) এর অধীন জিম্মা প্রদানের পূর্বে আটককৃত বস্তুর ডিজিটাল ফুটেজ, যথা: স্থিরচিত্র, ভিডিও, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধে আটক ও জব্দকৃত যে কোনো বস্তুর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ফরম-৫ অনুযায়ী আটক ও জব্দকৃত বস্তুর (আলামত) হিসাব রেজিষ্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর উপ-বিধি (১) এর অধীন আটক ও জব্দকৃত বস্তুর তথ্য যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক উহার হিসাব ও সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) আটক ও জব্দকৃত কোনো বস্তুর সংরক্ষিত অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতি বা হ্রাস ঘটিলে আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অনতিবিলম্বে এতৎবিষয়ে নিকটস্থ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করিয়া উহার অনুলিপি ও বিনষ্ট আলামতের একটি তালিকা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন দাখিলকৃত কাগজপত্রের এক সেট অনুলিপি আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিয়া বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং ফরম-৫ অনুযায়ী আটক বা জব্দকৃত বস্তুর (আলামত) হিসাব রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৭। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর নিরাপত্তা বিধানের পদ্ধতি।**—(১) আটক বা জব্দকৃত বস্তু অগ্নিনিরোধক আলামতখানা বা মালখানায় সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত আলামতখানা বা মালখানায় অগ্নিনির্বাপনের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) আটক বা জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আলামতখানা বা মালখানায় সিসিটিভিসহ অবকাঠামোগত সুবিধাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) বিষাক্ত, দাহ্য এবং বিস্ফোরক দ্রব্য নাড়াচাড়া বা স্থানান্তর করিবার সময় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **আলামতখানা বা মালখানা পরিদর্শনের পদ্ধতি।**—(১) আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্যূন একবার আলামতখানা পরিদর্শন করিয়া উহাতে সংরক্ষিত বস্তু পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করিবেন এবং ফরম-৮ অনুযায়ী আলামতখানা বা মালখানা পরিদর্শন প্রতিবেদনে পরিদর্শনের সময়, আলামতসমূহের বিবরণী ও তাহার পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকিলে তাহাসহ সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শন করিবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শনকারী অফিসার ফরম-৮ অনুযায়ী পরিদর্শন বিষয়ে তাহার মন্তব্য, পরামর্শ বা নির্দেশনা সংবলিত পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ফরম-৬ অনুযায়ী আলামতখানা বা মালখানায় প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত সকল তথ্য এতৎসংক্রান্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৯। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ পদ্ধতি।**—আটককৃত মাদকদ্রব্য বা বস্তু পরিমাণে অত্যাধিক বা অতি মূল্যবান বা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ হইলে তদন্তকারী অফিসার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তুর যথোপযুক্ত নমুনা ও প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য বা বস্তু এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের নির্দেশক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ধ্বংস, নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

১০। **আটক বা জব্দকৃত পচনশীল বস্তুর নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২৬ এর বিধান অনুযায়ী বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং আটককৃত কোনো বস্তুর যদি কোনো বৈধ ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে বা বস্তুটি যদি পচনশীল, ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, সংরক্ষণের অনুপযোগী, বিপজ্জনক বা বহন বা সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য হয় তাহা হইলে আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী আটককারী অফিসার, উক্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তুর উপযুক্ত নমুনা এবং পরিমাণ নির্দেশক যথাযথ প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট বস্তু ধ্বংস বা নিলামে বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন।

(২) আটককারী অফিসার উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত বিলিবন্দেজের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রতিবেদন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করিবেন।

(৩) আটককৃত বস্তু যদি পচনশীল হয় এবং কোনো বৈধ উপযোগিতাসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে উহার গুণগত প্রকৃতি ও আকার আকৃতি অনুযায়ী, উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে পরিবেশের ক্ষতি না করিয়া সুবিধাজনক স্থানে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহার ব্যবহারিক উপযোগিতা ও গুণাগুণ বিনষ্ট করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

১১। **আটক বা জব্দকৃত বস্তুর বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে নোটিশ জারির পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী আটক বা জব্দকৃত বস্তুর বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের সুযোগ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নোটিশ বোর্ড এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, ঘটনাস্থল ও ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী স্থানে লিখিত নোটিশ প্রদর্শন করিয়া উহা জারি করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করিলে বা উক্ত বস্তুর মালিকানা দাবী করিলে এতৎবিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব অফিসার কর্তৃক অনুসন্ধানপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেহ আপত্তি উত্থাপন না করিলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার, যিনি বস্তুটি আটককারী অফিসারের উর্ধ্বতন অফিসার হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

১২। **বাজেয়াপ্তকৃত বস্তুর বিলিবন্দেজ পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২৭ এর বিধান অনুযায়ী কোনো বস্তু বাজেয়াপ্তির পর এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ বা অনুমোদন ব্যতীত এবং আইনে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতিরেকে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত বস্তু ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো বস্তু ব্যবহারের পূর্বে রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট হইতে উক্ত বস্তুর ব্যবহারের যোগ্যতা, ব্যবহার উপযোগিতা বা গুণগতমান সম্পর্কে ফরম-৭ অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) আইনের ধারা ২৭ এবং ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার, ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত কমিটি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে, উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বাজেয়াপ্তকৃত বস্তু ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।

(৫) আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক করা হইলে এবং উহা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে, আটককারী সংস্থা ক্ষেত্রমত, আদালতের আদেশ অনুযায়ী বা এই বিধিমালার অধীন উক্ত বস্তু ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।

(৬) ধ্বংসযোগ্য বস্তুর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাগুণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশের ক্ষতি না করিয়া উহা সুবিধা জনক স্থানে ধ্বংস করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন ধ্বংসকার্য সমাপ্ত হইবার পর বিস্তারিত বিবরণসহ একটি প্রতিবেদন ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কোনো বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার পর অবশিষ্ট নমুনা ধ্বংসযোগ্য হইলে উহা অবিলম্বে ধ্বংস করিতে হইবে এবং ধ্বংসকার্য সমাপ্ত হইবার পর বিস্তারিত বিবরণসহ একটি প্রতিবেদন ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩। **বাজেয়াপ্তকৃত বস্তুর নিলামের পদ্ধতি।**—(১) বাজেয়াপ্তকৃত বস্তুর নিলাম পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নিলাম পরিচালনা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) নিলামে বিক্রিত প্রতিটি বস্তু নিলাম ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের পূর্বে উহাতে নিলামকারী কমিটির স্বাক্ষর, নিলামের তারিখ, লট নম্বর, বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সীলমোহর করিতে হইবে।

(৩) নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৪। **আটক বা জব্দকৃত বস্তু ফেরত প্রদানের পদ্ধতি।**—(১) আটক বা জব্দকৃত বস্তুর বৈধ ব্যবহার বা উপযোগিতা থাকিলে বিধি ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত আটক বা জব্দকৃত কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করা যাইবে না।

(২) এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের আদেশে আটক বা জব্দকৃত কোনো বস্তু ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার প্রকৃত মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে এবং ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উক্ত বস্তুর মালিকানা ও স্বত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথ প্রামাণ্য দলিল বা কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে তাহাকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো বস্তু ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ফেরত গ্রহণকারী এবং প্রদানকারীর মধ্যে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ২ (দুই) জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ফরম-৯ অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করিতে হইবে।

১৫। **আটক বা বাজেয়াপ্তকৃত বস্তুর নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন।**—আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী কোনো মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক, বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থা ও অফিসার, আইন ও এই বিধিমালার অধীন নিষ্পত্তিকৃত সকল মাদকদ্রব্য ও বস্তুসমূহের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**ফরম- ১**

**[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]**

**জব্দ তালিকা**

দপ্তর/অফিস/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের নাম: .....

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা: .....

১। আটককারী অফিসারের নাম ও পদবি: .....

২। ঘটনাস্থলের বর্ণনা:.....

৩। জব্দের তারিখ ও সময়:.....

৪। আসামী বা আসামীগণের নাম ও ঠিকানা:.....

.....

.....

৫। আটক বা জব্দকৃত বস্তুর বিবরণ ও পরিমাণ:.....

৬। বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৬) এর বিধান অনুযায়ী আটক বা জব্দকৃত বস্তুর মালিক বা দখলকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর বা টিপসহি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) .....

৭। উপস্থিত সাক্ষীগণের নাম ও স্বাক্ষর:

সাক্ষী-১:

নাম: ..... স্বাক্ষর বা টিপসহি: .....

পিতার নাম: .....

মাতার নাম: .....

বর্তমান ঠিকানা: .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নং (যদি থাকে): .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর (যদি থাকে): .....

সাক্ষী-২:

নাম: ..... স্বাক্ষর বা টিপসহি: .....

পিতার নাম: .....

মাতার নাম: .....

বর্তমান ঠিকানা: .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নং (যদি থাকে): .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর (যদি থাকে): .....

আটককারী অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

**ফরম-২**

**[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]**

**মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা মাদক সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক এইরূপ বস্তু আটক সম্পর্কিত প্রতিবেদন**

১। আটক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী অফিসারের নাম ও পদবি: .....

২। আটককারী অফিসারের নাম ও পদবি: .....

৩। আটক অভিযানে অংশগ্রহণকারীগণের নাম ও পদবি: .....

৪। আটকের তারিখ: ..... সময়: .....

৫। আটকের স্থান: .....

৬। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক করা হইয়াছে তিনি/তাহারা পলাতক/ গ্রেফতার: .....

৭। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক করা হইয়াছে তাহার/তাহাদের পরিচিতি:.....

.....

(আসামী একাধিক হইলে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক) নাম: | | খ) পিতার নাম: | | গ) লিঙ্গ: | |
| ঘ) বয়স: | | ঙ) গায়ের রং: | | চ) শারীরিক গঠন: | |
| ছ) উচ্চতা: | | জ) ওজন: | | ঝ) পেশা: | |
| ঞ) জাতীয়তা: | | ট) ধর্ম: | | ঠ) জাতীয় পরিচয় নং (যদি থাকে): | |
| ড) সনাক্তকরণ চিহ্ন: | | ঢ) ঠিকানা: বর্তমান: | | ণ) ঠিকানা: স্থায়ী: | |

৮। আটককৃত বস্তুর বিবরণ:

| ক্রমিক নং | বিবরণ |
|---|---|
| (১) | নাম: |
| (২) | প্রকার: |
| (৩) | সংখ্যা/পরিমাণ: |
| (৪) | আটককৃত বস্তু কি অবস্থায় পাওয়া যায়: |
| (৫) | প্যাকেট, মোড়ক, পাত্র ইত্যাদির বর্ণনা: |

৯। আটককৃত বস্তু সংক্রান্ত আইনের নাম ও সংশ্লিষ্ট ধারা: .....

১০। আটক সংক্রান্ত এজাহার/জিডি ও মামলা নং: ..... তারিখ: .....

১১। অপরাধে সহযোগীদের নাম ও ঠিকানা: .....

আটককারী অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

**ফরম-৩**

**[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৫) ও (৯), বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) ও (৬) ও বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৬) ও (৭) দ্রষ্টব্য]**

**আটক বা জব্দকৃত বস্তুর গৃহীত নমুনা সীলগালা করিবার লেবেল**

১। আটকের স্থান: .....

২। সাক্ষীগণের নাম, স্বাক্ষর/টিপসহি:

(১) নাম: ..... স্বাক্ষর/টিপসহি: .....

(২) নাম: ..... স্বাক্ষর/টিপসহি: .....

৩। আটক বা জব্দকৃত বস্তুর গঠনগত ও প্রকৃতিগত বিবরণ: .....

৪। আটক বা জব্দকৃত বস্তুর সংখ্যা/পরিমাণ: .....

৫। আটক বা জব্দকৃত বস্তুর পরিচিতি নম্বর: .....

৬। বিশেষ নিরাপত্তা চিহ্ন (যদি থাকে): .....

৭। পরিচিতিমূলক ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে) : .....

আটককারী অফিসারের স্বাক্ষর ও নামসহ সীলমোহর

**ফরম-৪**

**[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১০) দ্রষ্টব্য]**

**আটক বা জব্দকৃত বস্তু জিম্মায় গ্রহণ এবং ফেরত প্রদানের মুচলেকা**

আমি ..... পিতা: ..... মাতা: ..... জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ..... বর্তমান ঠিকানা: ..... স্থায়ী ঠিকানা: ..... এই মর্মে ..... এর নিকট অঙ্গীকারপূর্বক ..... টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর মুচলেকা প্রদান করিতেছি যে, অদ্য ..... তারিখ ..... কর্তৃপক্ষ/অফিসার, আমার দখলে/ বাহনে/বাসগৃহে/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে/লাইসেন্স প্রাপ্তস্থানে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ/ গুদামজাতকরণ/ ক্রয়/বিক্রয় .....কার্য সম্পাদনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ..... লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক আমার দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে নিম্নবর্ণিত বস্তু/মালামাল আটক করিয়াছেন।

আটকবস্তু/মালামালের বর্ণনা: ..... ।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, ‘বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২’ এর বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১০) এর বিধান মোতাবেক আমার নিকট নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখিবার জন্য জিম্মায় প্রদানকৃত উপর্যুক্ত আটককৃত বস্তু/মালামাল আমি যত্নসহকারে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে সংরক্ষণ করিব। আমি উক্ত বস্তু/মালামালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি, বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, সংমিশ্রণ, হস্তান্তর, স্থানান্তর করিব না। এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের তলব/চাহিদা মতে তৎক্ষণাৎ উপরিউক্ত জিম্মায় গ্রহণকৃত মালামাল ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিব। এর অন্যথা করিলে জিম্মায় গৃহীত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ..... টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব এবং যে কোনো ব্যর্থতা বা আদেশ পালনের অপরাগতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) মোতাবেক দণ্ডনীয় হইব মর্মে স্বীকার করিয়া এই মুচলেকা সম্পাদন করিলাম।

মুচলেকা সম্পাদনকারীর স্ব-হস্তে লিখিত নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি: .....

আটক বস্তু জিম্মায় প্রদানকারীর নাম, পদবি ও স্বাক্ষর: .....

উপস্থিত সাক্ষীদের নাম, স্বাক্ষর ও প্রাসঙ্গিক তথ্য:—

সাক্ষী-১:

নাম: ..... স্বাক্ষর বা টিপসহি: .....

পিতার নাম: .....

মাতার নাম: .....

বর্তমান ঠিকানা: .....

জাতীয় পরিচয় পত্র নং (যদি থাকে): .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর (যদি থাকে): .....

সাক্ষী-২:

নাম: ..... স্বাক্ষর বা টিপসহি: .....

পিতার নাম: .....

মাতার নাম: .....

বর্তমান ঠিকানা: .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নং (যদি থাকে): .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর (যদি থাকে): .....

**ফরম -৫**
**[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) ও (৪) দ্রষ্টব্য]**

**আটক বা জব্দকৃত বস্তুর (আলামত) হিসাব রেজিষ্টার**

| ক্রমিক নং | থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ | বাদীর নাম, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পদবি ও কর্মস্থল | তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল | জব্দকৃত আলামতের বিবরণ | মোট পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |

আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের
স্বাক্ষর ও সীলমোহর

**ফরম-৬**

**[বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]**

**আলামতখানা বা মালখানায় প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত রেজিষ্টার**

| তারিখ | প্রবেশকারীর নাম ও পদবি | প্রবেশের উদ্দেশ্য | প্রবেশের সময় | অবস্থান কাল | বাহির হওয়ার সময় | প্রবেশকারীর স্বাক্ষর | আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের স্বাক্ষর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(১)** | **(২)** | **(৩)** | **(৪)** | **(৫)** | **(৬)** | **(৭)** | **(৮)** | **(৯)** |

**ফরম-৭**

**[বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]**

**বস্তুর ব্যবহারের যোগ্যতা, ব্যবহার উপযোগিতা বা গুণগতমান সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র**

নং: ..... তারিখ: .....

১। নমুনা প্রেরণকারীর নাম ও ঠিকানা: .....
.....

২। নমুনা প্রেরণের তারিখ: .....

৩। নমুনা গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: .....
.....

৪। নমুনার ধরণ: .....

৫। নমুনার বিবরণ: .....

৬। নমুনার পরিমাণ: .....

৭। নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল: .....

৮। বস্তুর ব্যবহারের যোগ্যতা, ব্যবহার উপযোগিতা বা গুণগতমান সম্পর্কে রাসায়নিক পরীক্ষকের মতামত: .....
.....

সহকারী/রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ

প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ

**ফরম-৮**

**[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৯), বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) ও (২) দ্রষ্টব্য]**
**আলামতখানা বা মালখানা পরিদর্শন সম্পর্কিত প্রতিবেদন**

১। পরিদর্শনকৃত কার্যালয়ের নাম: .....

২। ঠিকানা: .....

৩। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: .....

৪। আলামতের বিবরণী:

| ক্রমিক নং | থানার মামলা নং ও তারিখ/জি ডি নং ও তারিখ | আলামতের বিবরণ | কোর্ট প্রদর্শনীর জন্য আলামতের পরিমাণ | ধ্বংসকৃত আলামতের পরিমাণ | ধ্বংসের নিমিত্ত কোর্টের আদেশ/ বাজেয়াপ্তির আদেশ | মামলার সর্বশেষ অবস্থা | বাদীর নাম ও পদবি | তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |

৫। বিলিবন্দেজকৃত আলামতের বিবরণী:

| ক্রমিক নং | থানার মামলা নং ও তারিখ | আলামতের বিবরণ | বিলিবন্দেজের পদ্ধতি (ধ্বংস/ ব্যবহার/ অন্য কোনো প্রকারে বিলিবন্দেজ) | বিলিবন্দেজের তারিখ | বিলিবন্দেজকারীর নাম ও পদবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |

৬। অনিয়ম আছে কি না, থাকিলে বিস্তারিত বিবরণ: .....

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মন্তব্য: .....
.....
.....

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম, পদবি
ও
সীলমোহর

**ফরম-৯**

**[ বিধি-১৪ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য ]**

**(৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প)**

**অংগীকারনামা**

আমি ..... পিতা: ..... মাতা: .....
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .....
বর্তমান ঠিকানা: .....
স্থায়ী ঠিকানা: .....
এই মর্মে .....এর নিকট অঙ্গীকারপূর্বক.....টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর অংগীকার করিতেছি যে, অদ্য ..... তারিখ ..... কর্তৃপক্ষ/ অফিসার, আমার দখলে/বাহনে/বাসগৃহে/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে/লাইসেন্স প্রাপ্তস্থানে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ/গুদামজাতকরণ/ক্রয়/বিক্রয় ..... কার্য সম্পাদনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা.....লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক আমার দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে নিম্নবর্ণিত বস্তু/মালামাল আটক করিয়াছেন।

আটককৃতবস্তু/মালামালের বর্ণনা: .....
.....।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, 'বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২' এর বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক আমার নিকট নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখিয়া ব্যবহার করিবার জন্য ফেরত প্রদানকৃত উপর্যুক্ত বস্তু/মালামাল আমি যত্নসহকারে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে সংরক্ষণে রাখিব ও ব্যবহার করিব। আমি উক্ত বস্তু/মালামালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি, বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, সংমিশ্রণ, হস্তান্তর, স্থানান্তর করিব না। এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের তলব/চাহিদা মতে তৎক্ষণাৎ উপর্যুক্ত গ্রহণকৃত মালামাল ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিব। এর অন্যথা করিলে গৃহীত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ..... টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব এবং যে কোনো ব্যর্থতা বা আদেশ পালনের অপরাগতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) মোতাবেক আমি দণ্ডনীয় হইব মর্মে স্বীকার করিয়া এই অংগীকারনামা সম্পাদন করিলাম।

অংগীকারনামা সম্পাদনকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

ফেরত গ্রহণকারীর নাম, পদবি ও স্বাক্ষর :

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর ও ঠিকানা:

১।.....

২।.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মোকাব্বির হোসেন**
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd